...লের উভয়েই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালে ফার্ম কিভাবে ভারসাম্য অর্জন করে তা ৬.৫ নং চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

৬.৫ নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম, বিক্রয়লব্ধ আয় ও ব্যয় পরিমাপ করা হচ্ছে। চিত্রে AVC হল ফার্মের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা, AC হল স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের গড় ব্যয় রেখা এবং MC হল এর প্রান্তিক ব্যয় রেখা।

বাজার দাম যদি OP_1 হয়, তাহলে P_1L_1 রেখা হবে ফার্মের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা, যেটি অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল। এখানে ফার্ম A বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে, কারণ A বিন্দুতে ভারসাম্যের শর্ত দুটি পূরণ হয়েছে। অর্থাৎ A বিন্দুতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়েছে এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। এখানে

ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হল OM_1। ফলে ফার্মটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হবে (দাম × উৎপাদনের পরিমাণ, অর্থাৎ, $OP_1 \times OM_1$) OP_1AM_1 এবং মোট ব্যয় হবে (গড় ব্যয় × উৎপাদনের পরিমাণ, অর্থাৎ $OC \times OM_1$) $OCBM_1$। ফলে এখানে ফার্মটির অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হবে (মোট বিক্রয়লব্ধ আয় – মোট ব্যয়, অর্থাৎ $OP_1AM_1 - OCBM_1$) P_1ABC।

আবার বাজার দাম যদি OP_2 হয়, তাহলে P_2L_2 রেখা হবে ফার্মের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা। এখানে ফার্ম D বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে। কারণ D বিন্দুতে ভারসাম্যের শর্ত দুটি পূরণ হয়েছে। এখানে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হল OM_2। এখানে ফার্মটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট ব্যয় উভয়েরই পরিমাণ হবে ($OP_2 \times OM_2$) OP_2DM_2। এখানে ফার্মটি শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। কারণ এখানে অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হল ($OP_2DM_2 - OP_2DM_2$) শূন্য।

আবার বাজার দাম যদি OP_3 হয়, তাহলে P_3L_3 রেখা হবে ফার্মের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা। এখানে ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকবে। কারণ E বিন্দুতে ভারসাম্যের শর্ত দুটি পূরণ হয়েছে। এখানে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হল OM_3। ফলে ফার্মটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হবে ($OP_3 \times OM_3$) OP_3EM_3 এবং মোট ব্যয় হবে ($OG \times OM_3$) $OGFM_3$। ফলে ফার্মটির ক্ষতি হবে এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ হবে ($OP_3EM_3 - OGFM_3$) P_3GFE।

সুতরাং, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ফার্মের ভারসাম্যের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু নেই। এক একটি দামে এক একটি ভারসাম্যের বিন্দু পাওয়া যায় এবং ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা করতে পারে, স্বাভাবিক মুনাফা হতে পারে, আবার ক্ষতিও হতে পারে।

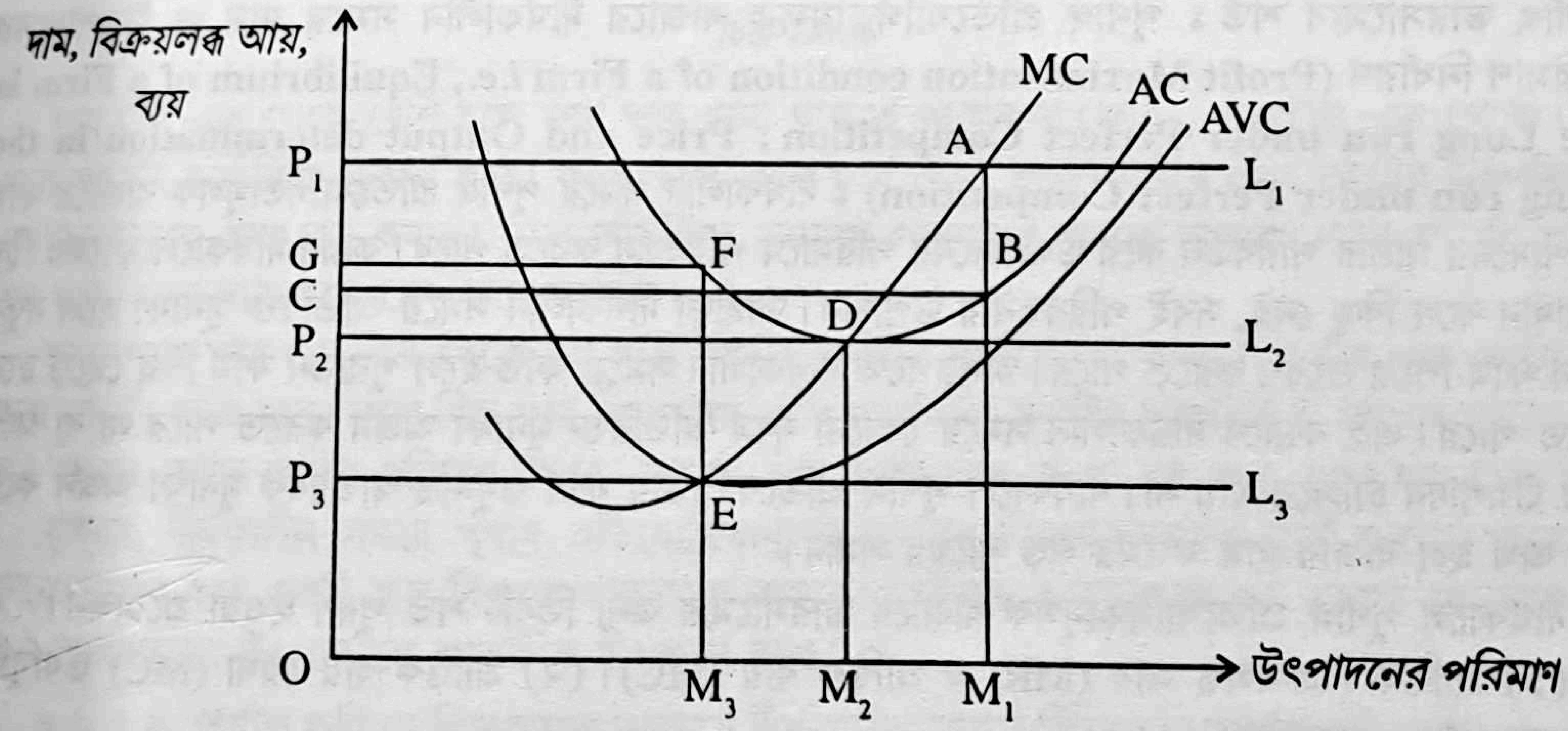

চিত্র ঃ ৬.৫

৬.৫ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে স্বল্পকালীন সময়ের গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে অর্থাৎ D বিন্দুতে ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা বা ক্ষতি না হয়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হচ্ছে, তাই D বিন্দুকে বলা হয় না মুনাফা না ক্ষতির বিন্দু (Break even point)।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ফার্মের ক্ষতি হলেও উৎপাদন করে কেন? ঃ পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ফার্মের ক্ষতি হলেও উৎপাদন কেন চালিয়ে যায়, তা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

ফার্মের উৎপাদন পরিকল্পনার স্বল্পকাল হল এমন একটা সময়, যে সময়ের মধ্যে ফার্ম স্থির উপাদানের পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে স্বল্পকালে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দিলেও স্থির উপাদানের জন্য ব্যয় অর্থাৎ স্থির ব্যয় বহন করতেই হয়। স্বল্পকালে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দিলে ক্ষতির পরিমাণ স্থির ব্যয়ের সমান হবে। কিন্তু বাজার দাম যদি গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের থেকে কিছু বেশি হয়, তাহলে ফার্ম ক্ষতি হলেও উৎপাদন চালু রাখবে, কারণ এখানে ক্ষতি হলেও স্থির ব্যয়ের কিছুটা তুলে নিতে পারবে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ উৎপাদন বন্ধ করা অবস্থায় ক্ষতির পরিমাণ (স্থির ব্যয়ের সমান) অপেক্ষা কম হবে।

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত বাজার দাম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের থেকে বেশি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ফার্ম উৎপাদন চালু রাখবে। কিন্তু বাজার দাম যদি নিম্নতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান হয়, তাহলে ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ স্থির ব্যয়ের সমান হবে। এই অবস্থায় ফার্মের কাছে অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎপাদন

চালু রাখা ও বন্ধ করার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। এই অবস্থায় ফার্ম সাধারণত উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। সেইজন্য গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের নিম্নতম বিন্দুকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (Shut down point) বলে। ৬.৫ নং চিত্রে E বিন্দু হল উৎপাদন বন্ধের বিন্দু।*

● ৬.৫.৪. পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক